১। **ওয়ারেন্ট এ্যাপস তৈরী ঃ (খুলনা জেলা)**

ওয়ারেন্ট তামিল বৃদ্ধি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে জেলাসমূহে আইসিটি শাখায় এ্যাপ্স তৈরীর কাজ চলছে। এ্যাপসটিতে সংশ্লিষ্ট জেলার কোর্ট ইন্সপেক্টর, পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) অপরাধ শাখা, সকল অফিসার ইনচার্জ এবং ওয়ারেন্ট তামিলকারী অফিসারগণ তাদের বিপি নম্বর ও আইডির মাধ্যমে এ্যাপস্টি ব্যবহার করবেন। পাশাপাশি ওয়ারেন্ট তামিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে বসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তদারক করতে পারবেন। কোর্ট হতে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা মাত্রই কোর্ট ইন্সপেক্টর উক্ত ওয়ারেন্ট গুলো এ্যাপসে ডাউনলোড করবেন। থানার অফিসার ইনচার্জ ও ওয়ারেন্ট তামিলকারী অফিসারগণ যথারীতি এ্যাপসে্ প্রবেশ করে ওয়ারেন্টের তালিকা দেখতে পারবেন। তামিলকারী অফিসারগণ ওয়ারেন্ট তামিল পূর্বক তামিল অপশনে ইনপুট দিবেন। ফলে ব্যবহারকারী সকলেই জানতে পারবেন কোন ওয়ারেন্টটি তামিল হয়েছে।

২। **কুইক রেসপন্স টীম(QRT) ঃ (খুলনা জেলা)**

জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও নির্মূলের লক্ষ্যে কুইক রেসপন্স টীম(QRT) গঠন করা হয়েছে। জেলা এলাকার কোথাও সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী তৎপরতা পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথেই গঠিত কুইক রেসপন্স টীম(QRT) পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। এছাড়াও থানা এলাকায় অফিসার ইনচার্জের নের্তৃত্বে ১০(দশ) সদস্যের কুইক রেসপন্স টীম(QRT) আছে। তারাও যেকোন পরিস্থিতি সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী মোকাবেলায় তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। **বীট পুলিশিং এ্যাপস্ ঃ (খুলনা জেলা)**

বাংলাদেশ পুলিশকে জনমুখি ও জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে গড়ে তোলা, থানার প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকাতে পুলিশের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পুলিশের যাবতীয় কার্যক্রমে গতি ফিরিয়ে আনা এবং সর্বপরি বিদ্যমান জনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বীট পুলিশিং কার্যক্রম একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। খুলনা রেঞ্জের ইউনিয়ন এবং পৌরসভায় মোট ৬৯৩ টি বীট পুলিশিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। বীট এলাকার যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য বীট পুলিশীং এ্যাপস্ তৈরীর কাজ চলছে। বীট এলাকার বীট অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সকল সদস্য(মহিলা সদস্যসহ) দফাদার এবং গ্রাম পুলিশের নাম, মোবাইল নম্বর খুলনা জেলার বীট পুলিশীং এ্যাপসে্ সংরক্ষণ করা হবে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ জেলার বীট পুলিশ এ্যাপসে প্রবেশ করে বীট এলাকার মূলতবী ওয়ারেন্ট, বীট এলাকায় বসবাসকারী উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তা এবং বীট এলাকার চিহ্নিত অপরাধী সংক্রান্তে তথ্যাদি জানতে পারবেন।

৪। **ডকুমেন্টেশন ঃ (খুলনা জেলা)**

জেলা বিশেষ শাখার গুরুত্বপূর্ন তথ্য সম্বলিত যাবতীয় ডকুমেন্টস স্ক্যানিং করে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যাতে যেকোন গুরুত্বপূর্ন তথ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে ফোল্ডারে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। এতে গুরুত্বপূর্ন ডকুমেন্টসগুলো সংরক্ষণ যেমন সুবিধা হবে, তেমনি প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপন সম্ভব হবে।

৫। **জেলা পর্যায়ে "CDMS " সেল তৈরী ঃ (বাগেরহাট জেলা)**

বাগেরহাট জেলায় CDMS এ মামলা তদন্তের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে CDMS সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেল দ্বারা অত্র জেলায় রুজুকৃত সকল মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ CDMS সফটওয়ার এর মাধ্যমে মামলা তদন্ত করছেন কি না এবং নিয়মিত ভাবে মামলার অগ্রগতি সংক্রান্তে CD সহ অন্যান্য তথ্য দাখিল করছেন কিনা এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়।

৬। **"QRT (Quick Response Team) " গঠনঃ (বাগেরহাট জেলা)**

পুলিশিং ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলায় ০২টি **" QRT (Quick Response Team)"** গঠন করা হয়েছে। টিম দুইটি ২৪ ঘন্টা বাগেরহাট জেলার দুইটি পুলিশ লাইন্সে অবস্থান করে। জেলার কোথাও কোন গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলে বা হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে এই টিম দুটি দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে পৌছে যে কোন ধরনের অপরাধ মূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করে জনমানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যার কারনে বাগেরহাট জেলায় সৃষ্ট অপরাধ মূলক ঘটনা গুলিকে খুবই দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়।

৭। **"সুন্দরবন ডেস্ক" গঠন ঃ (বাগেরহাট জেলা)**

এই ডেস্কের মাধ্যমে বিশ্ব ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ন অংশ সুন্দরবনকে জলদস্যু ও বনদস্যু মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল অভিযানের তথ্য ও ছবি সংরক্ষণ করা হয়।

৮। **"মিডিয়া সেল/ সাইবারক্রাইম" ইউনিট ঃ (বাগেরহাট জেলা)**

বাগেরহাট জেলায় গঠিত "মিডিয়া সেল/ সাইবার ক্রাইম" ইউনিট টি অত্র জেলায় সাইবার অপরাধ সংগঠিত হলে তাৎক্ষণিক মনিটরিং এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে উক্ত ইউনিট টি কাজ করে।

৯। **ক্রাইসিস রেসপন্স টিমঃ (সাতক্ষীরা জেলা)**

পুলিশিং ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর অংশ হিসেবে "ক্রাইসিস রেসপন্স টিম" গঠন করা হয়েছে। এই টিম বিশেষ ধরণের পোষাক, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসস্ত্রে সু-সুজ্জিত হয়ে সার্বক্ষণিক জেলা শহর ও থানার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কোথাও কোন চিংড়ির ঘের দখল ও জায়গাজমি নিয়ে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলে বা হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে এই টিম দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দাঙ্গা দমন ও ভিকটিম উদ্ধারপূর্বক জনমানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। ক্রাইসিস রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে অবৈধ জমি দখল ও চিংড়ির ঘের দখল নিয়ে গোলযোগ অনেকাংশে কমে এসেছে। ফলে জনগণের নিকট এই টিম গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

১০। **সিসি ক্যামেরা স্থাপনঃ (সাতক্ষীরা জেলা)**

আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রতিরোধকল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রত্যেক থানা শহরে সিসি ক্যামেরা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই সিসি ক্যামেরাগুলো একজন পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ), একজন এসআই, একজন নায়েক এবং তিনজন কনস্টেবলের দ্বারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছে। যার ফলে ছিনতাই, ছিঁছকে চুরি, ও মোটরসাইকেল চুরি অনেকাংশে কমে এসেছে।

১১। **ওয়ারেন্ট এ্যাপস তৈরী ঃ (যশোর জেলা)**

ওয়ারেন্ট তামিল বৃদ্ধি ও ওয়ারেন্ট ব্যক্তি বিশেষের কাছে যাওয়া রোধকল্পে একটি এ্যাপ্স তৈরী করা হবে। যে এ্যাপস্টিতে জেলার কোর্ট ইন্সপেক্টর, সকল ওসি এবং ওয়ারেন্ট তামিলকারীগন তাদের বিপি নাম্বার ও আইডির মাধ্যমে ব্যবহার করবেন। কোর্ট গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা মাত্রই কোর্ট ইন্সপেক্টর উক্ত ওয়ারেন্ট গুলো এ্যাপসে আপলোড করবেন। প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জ ও ওয়ারেন্ট তামিলকারী অফিসারগণ সেটা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তামিলকারী ওয়ারেন্ট অফিসারগণ ওয়ারেন্ট তামিল পূর্বক এ্যাপস-এ তামিল অপশনে ইনপুট দিবে। ফলে ব্যবহারকারী সকলেই জানতে পারবে কোন ওয়ারেন্টটি তামিল হয়েছে।

১২। **বিট পুলিশিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে অভিযোগ/তথ্য প্রাপ্তি ও নিস্পত্তি ঃ (যশোর জেলা)**

যশোর জেলায় পুলিশিং সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে বিট পুলিশিং এ্যাপস্ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত এ্যাপসটিতে সকল বিটের নাম উল্লেখ সহ অফিসারদের মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করা হয়েছে। এ্যাপস এর মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি যেকোন অভিযোগ/তথ্য পুলিশকে প্রদান করতে পারবে এবং উক্ত অভিযোগটি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিট ইনচার্জকে ম্যাসেজ এর মাধ্যমে নিস্পত্তি করার নিমিত্ত অবহিত করা হবে। এতে করে জনগনের নিকট পুলিশি সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

১৩। **মামলা রেকর্ডের তথ্য ও মামলার ফলাফল বাদীকে সঠিক সময়ে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ ঃ (ঝিনাইদহ জেলা)**

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩(খ) ধারা মোতাবেক মামলার বাদীকে মামলার ফলাফল জানানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাদী মামলার ফলাফল জানতে পারে না। সুতরাং মামলা রুজু করার পর মামলা নং, মামলার তারিখ, মামলার ধারা, তদন্তকারী কর্মকর্তা, মামলা রেকর্ডিং কর্মকর্তা(অফিসার ইনচার্জ) ও তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে বাদীকে জানানো যেতে পারে। পরবর্তীতে মামলা শেষ হলে অনুরুপভাবে মামলার ফলাফল অর্থাৎ চার্জশীট নাকি চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে তা মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে বাদীসহ সংশ্লিষ্ট মামলার রেকর্ডিং কর্মকর্তা(অফিসার ইনচার্জ) তদন্ততদারকী কর্মকর্তা ও ইউনিট প্রধানকে(জেলার পুলিশ সুপার) জানানো যেতে পারে। পাশাপাশি মামলার আসামী গ্রেফতার হলেও এসএমএসের মাধ্যমে বাদীকে জানানো যেতে পারে। এতে করে থানায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের সময় বাচবে, যাতায়াত বাবদ খরচ কমবে পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে সেবা প্রদান কাজটি সহজতর হবে।

১৪। **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ (ঝিনাইদহ জেলা)**

মামলা রেকর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে সিডিএমএস এ এন্ট্রি হয়ে থাকে। সুতরাং সিডিএমএস এ একটি এসএমএস মডিউল সংযোজন করে কাজটি করা যেতে পারে। প্রতিটি থানায় আলাদা আলাদাভাবে অ্যাপস তৈরী করলে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং সিডিএমএস এ মামলার তথ্য এন্ট্রি করার সাথে সাথে বাদীর মোবাইলে সকল তথ্য সংক্রিয়ভাবে এসএমএসের মাধ্যমে চলে যাবে। আসামী গ্রেফতার করে সিডিএমএস এর মাধ্যমে ফরোয়াডিং তৈরী করার সাথে সাথে সংক্রিয়ভাবে বাদীর মোবাইলে আসামী গ্রেফতারের তথ্য চলে যাবে। একইভাবে মামলার চার্জশীট বা চুড়ান্ত রিপোর্ট সিডিএমএস এ এন্ট্রি হওয়ার সাথে সাথে মামলার বাদী, তদারকী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের মোবাইলে সংক্রিয়ভাবে এসএমএস পৌছে যাবে। সিডিএমএস এ এসএমএস মডিউল সংযোজনের মাধ্যমে কাজটি করলে নতুনভাবে আর কোন তথ্য এন্ট্রি করার প্রয়োজন হবে না এবং সমস্ত থানার কার্যক্রম অভিন্ন ফরম্যাটে বাদীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানানো সম্ভব হবে।

১৫। **গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের ক্ষেত্রে ঃ (নড়াইল জেলা)**

ওয়ারেন্ট তামিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল অফিসার তৎপর রয়েছে। পলাতক বা বিদেশে অবস্থানকারী আসামীদের নাম ঠিকানা উল্লেখ পূর্বক ব্যানার করে ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লটকানো হয়েছে। ফলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পলাতক ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীদের গ্রেফতার করা অনেকাংশে সহজতর হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। গ্রেফতারি

পরোয়ানা তামিলের ক্ষেত্রে নড়াইল জেলা পুলিশের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালত হতে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্তির পর প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ওয়ারেন্ট এর কপি পৌছানো এবং ওয়ারেন্ট তামিল করতঃ দ্রুততম সময়ের মধ্যে আসামী গ্রেফতার পূর্বক সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

১৬। কোর্ট সার্ভিস ডেস্ক ঃ (নড়াইল জেলা)

অন্য জেলা হতে আগত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। নড়াইল কোর্টে বাদী এবং সাক্ষীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোর্ট সার্ভিস সেবা ডেস্ক চালুর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান বা অন্য জেলা হতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আগত পুলিশ সদস্যদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করাসহ সকল সাক্ষীকে মামলা সম্পর্কে ব্রিফিং করা হয়। এছাড়াও পাবলিক ও পুলিশ সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা হচ্ছে ফলে সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা কমেছে ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আগে যেখানে প্রতিদিন সাক্ষি হাজির হতো ১৫ থেকে ২০ জন, এখন তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫০ থেকে ৬৫ জন। গত ০১/০১/২০২০খ্রিঃ হতে নড়াইল জেলার সদর কোর্টে বিভিন্ন মামলার ধার্য্য তারিখে সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের হাজির করণে নড়াইল জেলা পুলিশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। যা ইতমধ্যেই বিচারিক মন্ডলী মহলসহ জনসম্মূখে ভুয়েসী প্রশংসা অর্জন করেছে। ধার্য্য তারিখের আগেই কোর্ট থেকে কজলিস্ট এর মাধ্যমে আগামী ধার্য্য তারিখে সাক্ষীদের নামের তালিকা তৈরী করে রিজার্ভ অফিসে প্রেরণ করা হয়। রিজার্ভ অফিস থেকে পুলিশ সাক্ষীদের নাম পদবী, বিপি নং, মোবাইল নং ও বর্তমান কর্মস্থল সংযোজন করে অনলাইন ই-মেইল, ফ্যাক্স বার্তা, বেতার বার্তা, পুলিশ কন্ট্রোল রুম, মোবাইল ফোন কল, হটসঅ্যাপ ও এসএমএসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ম্যাসেজ প্রেরণ করা হয়। ফলে দ্রুততম সময়ে কোর্টে সাক্ষী সেলের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান ও হাজির নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

১৭। নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু ঃ (নড়াইল জেলা)

সাধারণ জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নড়াইল জেলায় ০৪ টি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্কে আগত সেবা গ্রহীতাদের Help Service Desk সার্বক্ষণিক চালু রেখে জরুরী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভিকটিম উদ্ধারের ক্ষেত্রে যে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রযুক্তির সহায়তায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ভিকটিম উদ্ধার করতঃ তার পুনরাবৃত্তি রোধে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি নিশ্চিত করণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৮। বিট পুলিশিং এ্যাপস তৈরি ঃ (কুষ্টিয়া জেলা)

বর্তমান ভার্চুয়াল জগতে পুলিশ বাহিনীকে আরো বেশী জনমুখী করতে, মানুষের দোরগোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ "বিট পুলিশিং" এ্যাপস তৈরির উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এই এ্যাপসের মাধ্যমে বিট পুলিশিং কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। এখানে থানা/ইউনিট ভিত্তিক বিট ইনচার্জের পরিচিতি, মোবাইল নম্বরসহ বিটের বিস্তারিত তথ্য এক ক্লিকেই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে। ম্যাপ ভিত্তিক বিট এলাকার পরিচিতিসহ বিট এলাকার লোকদের সামগ্রিক অবস্থা, অন্তঃকোন্দলসহ বিস্তারিত বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। এই এ্যাপসের মাধ্যমে জেলা পুলিশের যে কোন অফিসারের সাহিত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে মোবাইল নম্বর ব্যাতিরেকেও ইমেইল, লিংকড ইন, হোয়াটস এ্যাপ, ফেইজবুক লিংকসহ প্রভৃতি তথ্য পাওয়া যাবে, যার মাধ্যমে প্রো-এ্যাকটিভ পুলিশিং সম্ভব হবে। এই এ্যাপসটি এলাকার জনগনের জন্য একজন হাউজ ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করবে।

১৯। ওয়ারেন্ট এ্যাপস তৈরী ঃ (চুয়াডাঙ্গা জেলা)

ওয়ারেন্ট তামিল বৃদ্ধি ও ওয়ারেন্ট ব্যক্তি বিশেষের পকেটে যাওয়া রোধ কল্পে একটি এ্যাপ্স তৈরী করা হবে। যে এ্যাপসটিতে জেলার কোর্ট ইন্সপেক্টর, সকল ওসি এবং ওয়ারেন্ট তামিলকারীগন তাদের বিপি নাম্বার ও আইডির মাধ্যমে ব্যবহার করবে। কোর্ট গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা মাত্রই কোর্ট ইন্সপেক্টর উক্ত ওয়ারেন্ট গুলো এ্যাপসে ডাউনলোড করবে। প্রত্যেক থানার ওসি ও ওয়ারেন্ট তামিলকারী অফিসারগণ দেখতে পারবেন। তামিলকারীগণ ওয়ারেন্ট তামিল পূর্বক তামিল অপশনে ইনপুট দিবে। ফলে ব্যবহারকারী সকলেই জানতে পারবে কোন ওয়ারেন্টটি তামিল হয়েছে।

২০। "রোবোকপ টিম" গঠনঃ (চুয়াডাঙ্গা জেলা)

পুলিশিং ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় **"রোবোকপ টিম" গঠন করা হয়েছে।** যেই টিম বিশেষ ধরণের পোষাক, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসস্ত্রে সু-সুজ্জিত হয়ে সার্বক্ষনিক জেলা শহর ও থানার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কোথাও কোন গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলে বা হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে এই টিম দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দাঙ্গা দমন ও ভিকটিম উদ্ধারপূর্বক জনমানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় রোবোকপ টিম এর মাধ্যমে মারামারিতে রামদা ব্যবহারের দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে জনগনের নিকট এই টিম গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

২১। টহল তদারকিতে "জিপিএস" প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ (মেহেরপুর জেলা)

প্যাট্রোলিং তদারকিতে "জিপিএস" প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে টহল ডিউটি তদারকি ও টহল ডিউটিতে নিয়োজিত টিমের অবস্থান খুব সহজেই জানা যাবে। এমন অনেক সময় আমাদের সামনে আসে যখন আমাদের টহল টিম গুলো কে কোথায় আছে তা জানা দরকার হয়ে পড়ে কিংবা টিম গুলোর অবস্থান সবার জন্য উন্মুক্ত করে রাখা দরকার হয়। জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহারের

মাধ্যমে কাজটি খুব সহজেই করা সম্ভব। এ প্রযুক্তি ব্যবহরের ফলে কোন অভিযান চলাকালে প্রত্যেকটি টিম নিজেদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন এবং নিজেদের লোকেশন শেয়ার করতে পারবেন।

২২। **জিডি/ মামলা অ্যাপস তৈরি ঃ** (মেহেরপুর জেলা)

কোন ব্যক্তি জিডি বা মামলা দায়ের করার পর উক্ত জিডি/মামলার তদন্তকারী ও তদন্ত তদারকি কর্মকর্তা কে বা উক্ত জিডি/মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে সেই ব্যক্তিকে অপেক্ষা করতে হয়। থানার অফিসার ইনচার্জ-এর সাথে দূরালাপ বা সেই ব্যক্তিকে সশরীরে থানায় হাজির হয়ে তথ্য নিতে হয়। এক্ষেত্রে জিডি/মামলা সংক্রান্তে একটি অ্যাপস তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি জিডি/মামলা করার পর থানা কর্তৃক অ্যাপসটি আপডেট করা হলে সয়ংক্রিয়ভাবে তদন্তকারী ও তদন্ত তদারকি কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর জানতে পরবেন। এ অ্যাপসের মাধ্যমে জনগণের হয়রানী কমিয়ে খুব সহজেই সেবা পুলিশী সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

২৩। **মালামালের তথ্যাদি সংরক্ষণ/প্রাপ্ত/বিতরণের এ্যাপস তৈরীঃ (আরআরএফ, খুলনা)**

প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে আরআরএফ, খুলনার অনূকুলে প্রাপ্ত/বরাদ্দকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে ক্রয়কৃত অস্ত্রাগার, বিভাগীয় ভান্ডার, পোষাক ভান্ডার, রেশন স্টোর ও মোটরযান শাখা ইত্যাদি মালামাল যেমন অস্ত্রগুলি/ রেশন দ্রবাদী/ পোষাক সামগ্রী/ জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী/ নিত্য ব্যবহার্য দ্রবাদি যানবাহন ইত্যাদির তথ্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে হিসাব সংরক্ষণ, প্রাপ্তি ও বিতরন সংক্রান্তে তথ্যাদি সংরক্ষণে প্রাথমিকভাবে এক্সেল ফরমেটে তথ্যাদি ইনপুট করা ও পরবর্তীতে এ্যাপস তৈরী করা। এই এ্যাপসটির মাধ্যমে তথ্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা যাবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।